অলীক বিদর্শন

হয়তো তুমি বিশ্ব পাঠে,
আজকে দিলে মনযোগ,
হয়তো তুমি ছাড়লে সবই,
দুঃখ সুখের সকল ভোগ!

বলবো আমি নিঃসংকোচে,
বিশ্ব আপনি আপনি রচে-
দেখেনা সে তোমার জীবন-
তোমার সুখ-তোমার শোক।

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

অলীক বিদর্শন
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
(Ph.D, Litt.D, K.R.M.B, KNIGHT)

১৯৫৯ সালে বাংলাদেশের পাবনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়স থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিশুশিল্পী হিসাবে যুক্ত হন। তিনি একাধারে সাংস্কৃতিক সংগঠক, নাট্যকার, কবি, অনুবাদক, সাহিত্য সম্পাদক, আবৃত্তিকার, নাট্য পরিচালক এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কিত একাডেমিক উপস্থাপক।

Publication link
https://archive.org/details/@sultanmuhammadrazzak

অলীক বিদর্শন

রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
সর্বস্বত্বঃ ড.আফররাজা পারভীন
ই বুক প্রকাশনাঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
প্রকাশকালঃ জুলাই ২০২৪
প্রচ্ছদঃ অলংকরণঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
রচনাকালঃ ২০২১
যোগাযোগঃ fchd.bd@gmail.com
Mobile: +8801712200667

বিনিময় মূল্যঃ ৩০০/

Aulik Bidarshan

By: Sultan Muhammad Razzak
All rights: Dr. Afroja Parvin
E book publication : July 2024
Published by: Bangladesh eBook Centre
Cover page: Sultan Muhammad Razzak
Contact: fchd.bd@gmail.com
Mobile: +8801712200667

Price: USD-10/

স্বাগতম

কোন পিপাসা? চোখে, মনে,
অথবা অন্ধকার- গভীর অন্তরে?
অথবা বুকে, অথবা মুখে,
কোন অঙ্গে-ভেবে দেখ মনে পড়ে?
দেখ পূর্ণ পেয়ালা হাতে,
যদি চাও পিয়াবো তোমায় এ রাতে;
বল কোন অপুর্ণ চাওয়া-
অপূর্ণ স্বপ্ন, বোধ আছে অন্তরে ?

মাটি

অলীক বিদর্শন-১

বিদর্শনের শেষ রুবাইতে সাকী এবং শরাবী শেষ রাতে ভাঙা জ্যোৎস্নায় মরুর বালিতে আকন্ঠ ডুবে থাকা একজন ধ্যানীকে পায়।
শরাবী আকন্ঠ দ্রাক্ষা পান করতে থাকে। সাকী ধ্যানীর চারপাশে ঘোরে- তার পায়ের নুপুর অদ্ভুত এক রুমঝুম শব্দ এবং ছন্দ তোলে।
সাকী তাকে জিজ্ঞেস করে- তুমি কে?
সে উত্তর দেয় আমি - অদেখা।
সাকী বলে, সুপ্রিয় ধ্যানী অদেখা, আমার পায়ের নূপুর সম্পর্কে কিছু বল!

অদেখা:

আমি যে আকাশ ভ্রমন করেছি, এবং পৃথিবীর ফুল বাগান
মহাশূণ্যে ভ্রমণে দেখেছি- ধ্যানী যে আকণ্ঠ বালি সমান!
দেখেছি অশান্ত ঢেউ সাগরের, ফেনিল মৃত্যু- জীবন ফের-
ঢেউ এর চূড়ায় দেখতে পেলাম, বাজার ভরা মাতাল প্রাণ।

ছায়াহীন এক ছায়ার ভিতর, ধ্বনিরা বাজে আকাশের পর
সে ধ্বনি এক ছন্দ তোলে-দেহেতে তোলে তা কামের ঝড়
ছন্দে ছন্দে গঠিত আকাশ-ছন্দে গঠিতপৃথিবী- বাতাস -
তোমার পায়ের নূপুর ছন্দ হয়তো সৃজন করেছে আসর!

এবং তুমি জানো না মধু, তোমার পায়ের নুপুর গুলো,
কত নঁকশায় বদলে দেয় পায়ের নীচের মাটির ধূলো।
এবং তুমি আকাশে তাকাও, সেখানে যা কিছু দেখতে পাও
তোমার পায়ের নূপুরের মত, ছন্দে নাচে তারা সবগুলো!

অলীক বিদর্শন-২

দ্রোক্ষার পেয়ালা হাতে নিয়ে শরাবী, আকন্ঠ বালিতে পোঁতা অদেখার সামনে গিয়ে বসে, অদেখার চোখ বন্ধ, নিমগ্ন।

শরাবীঃ

কোন পিপাসা? চোখে, মনে, অথবা অন্ধকার- গভীর অন্তরে?
অথবা বুকে, অথবা মুখে, কোন অঙ্গে-ভেবে দেখ মনে পড়ে?
দেখ পূর্ণ পেয়ালা হাতে, যদি চাও পিয়াবো তোমায় এ রাতে;
বল কোন অপুর্ণ চাওয়া- অপূর্ণ স্বপ্ন, বোধ আছে অন্তরে ?

সাকীঃ

অপরুপ গোলাপী চাঁদ, আসমান ভরা স্নিগ্ধ ভালোবাসা-
আকন্ঠ ডুবে আছো কতদিন- অন্তরে বেঁচে নেই আশা?
কী জানি তুমি নারী না পুরুষ, প্রায় খেই যায় কোথায় যে হুঁশ
নারী হলে পুরুষ, পুরুষ হলে নারী- প্রেমের জাগে নাই আশা?

(অদেখা চোখ খোলেনা, সে যেন কথা বলে- শরাবী সাকীর অন্তর তা শুনতে পায়)

অদেখাঃ

প্রোথিত নই বালিতে আকন্ঠ, ভুল দেখ তোমরা নর-নারী
আমি নিমজ্জিত ভালোবাসায়, তোমাদের জীবন বালিয়ারি।
বোধকে সুখ দুঃখ কষ্ট,প্রেমে নয়- আবেগে বাগান হয় নষ্ট;
রক্ত মাংশের শরীর,জানো নাই তুমি কিসের অভিসারী।

অলীক বিদর্শন- ৩

কোলাহলহীন ধ্যানীর সামনে শরাবী এবং সাকী। লু হাওয়ার হু হু শব্দ পৃথিবীকে বিরান মনে হয়। শেষ রাত। মরু শীতলে, লু হাওয়ার বালিতে মাঝে মাঝে চাঁদ ঢেকে যায় আবার উকি দেয়। চাঁদকে নিয়ে তারা কথা বলে!

শরাবীঃ
চাঁদ ডুবে গেলে তবুও তুমি খুলবেনা আঁখি প্রোথিত ধ্যানী?
রাত্রি শেষের শীতল মরুতে, প্রশ্নের লু হাওয়া বইছে জ্ঞানী।
ঐ যে চাঁদ আর আকাশ ভরা তারা, হাজার বছরের কাব্য ধারা
ধরো এই বিষাদী কলম লেখে পঙ্কতি- কত প্রেমী অভিমানী।

সাকীঃ
চাঁদ নিয়ে কিছু বল ধ্যানী, এ চাঁদ কি খুলে পড়ে যাবে একদিন,
বিচূর্ণ হয়ে মরুর হাওয়ায় নিরালায়, বালির কণাতে বিলীন?
অথবা হবে জোনাকি পোকা- অবাক হবে আগামীর খোকা।
থোকা থোকা পড়ে রবে আলো - মাটি আর রবেনা মলিন!

অদেখাঃ
সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে তোমরা, দেখ নাই জলে ভাসা দ্বীপ,
দেখ নাই সরোবরে ভেসে থাকা, কত রংয়া মনোহরা নীপ।
অথবা দেখ নাই উৎসবের রাতে-নদীজলে কত যে প্রদীপ
একদিন চাঁদ, আরো কত তারা-হবেই মানুষের বসতের দ্বীপ।

অলীক বিদর্শন-৪

সাকী বলে - প্রিয় অদেখা, আমাদের কাছে কোন জল নেই তবে কিছু তরল আছি। পেয়ালা কি তোমার ঠোঁটের কাছে ধরবো? অদেখা না সূচক মাথা নাড়ে। শরাবী বলে আকাশে অবশ্য অনেক মেঘ আছে, যদিও ওরা চাঁদের সাথে লুকোচুরি খেলে। বৃষ্টি হলেও হতে পারে! অদেখা মেঘ নিয়ে কিছু বলঃ

অদেখাঃ
এক মেঘ কথা দিয়েছিল, পর বসন্তে, হবে দেখা আবার;
অনেক বসন্ত ঝরে গেল, আজো আমি অপেক্ষায় তার!
আমি জানি কি বলে মন, কতটা উপেক্ষা, মেকি হুতাশন।
মনে মনে বল মেঘতো কবেই, কোন পথে হয়েছে সাবাড়!

জল হয়ে ঝরে যেতে পারে, তাই বলে কি করে হয় বল শেষ,
মেঘ কি কখনো কোনদিন মরে , মেঘেদের হয় নব উন্মেষ!
এইযে এখানে বন্ধ্যা বালি- হয়তো নদী হবে নাম ধানশালি
এখানেও হবে শ্যানলিমা গ্রাম, গাজরায় কিশোরীর কেশ!

হ্যাঁ, দেখ সাকী, দেখ রুবাইকার, আমি দেখি মেঘ সবখানে,
ধরো ফুল অথবা একটা ভুল, মেঘ হয়ে থাকে সব প্রাণে!
এত কেন খুঁজে বেড়াও অর্থ, বেঁচে থাকার কেন এত শর্ত-
জল বরফ বাস্প মেঘ, এ চক্র মেঘ কেন-আছে সব প্রাণে!

অলীক বিদর্শন-৫

(লু হাওয়ার বালিতে চাঁদ ঢেকে যায়। সাকী পরিহিত বসনের আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে। শরাবী এক হাতে পেয়ালার পাত্র ঢেকে রাখে। মাথা নিচু করে থাকে, তার মাথার উপর দিয়ে লু হাওয়া বয়ে যেতে থাকে। লু হাওয়া যে শব্দ ওঠে, সে অলৌকিক শব্দ সে কখনোই শুনে নাই। অদেখার মুখ অদৃশ্য হয়ে যায়। লু হাওয়ার সাঁই সাঁই শব্দ কমে আসে। শরাবী অদেখা মুখমণ্ডল যেখানে ছিল, সে দিকে তাকিয়ে বলে- আমাকে সময় ও জীবন নিয়ে কিছু বল!)

অদেখা:

তোমরা কখন বিষন্নতায়, খুঁজে বেড়াও জীবনের কথা?
প্রতিটি জীবনই ব্যাকুল বাঁশী, বাজায় ভিন্ন সুর- উপকথা।
তার মত আপনি সে ধায়, তাতে কারো তাল লয় ছুটে যায়-
স্থান কাল পাত্র নিয়ে সযতনে বুনে যায় জীবনের রুপকথা!

সময় সেতো গতি, হতে পারে ঝড়, বাদল অথবা ফাগুনি,
এবং তোমরা জলে স্থলে নভে, তাই নিয়ে যাও দিন বুনি!
এবং আকাঙ্ক্ষা যা লাগামহীন, তৈরী করে আগামী দিন-
যে ভাবে তোমার হাতে জোৎ- পথও যায় সেই দিকে বুনি!

জীবন পাখী ছাড়া কিছু নয়, পাখায়- সময়ের হাওয়া বয়
কখনো ঝড়, ফাগুন, কখনো আগুন কখনো মাতাল হয়।
হয়তো হাতে নিয়ে সুরা, খোঁজ তুমি হৃদয়ের কতটুকু পোড়া
পুড়ে শেষ হলে কতটুকু- সময় ও জীবনের খেলা শেষ হয়।

অলীক বিদর্শন -৬

শরাবীঃ

রাতের আকাশে কেন চেয়ে থাকি, কি মোহে- প্রিয় অদেখা,
কি পড়ি বল এ নগণ্যতায়- জীবনে কিছুই হয়না শেখা!
পায়ে পায়ে হাঁটি মরুর বুকে- দুঃখ জন্মে বল কার সুখে?
পথের নাম নিরন্তর যদি- কপালে কেন বাড়ে বলি রেখা!

অদেখাঃ

তোমার আঙুলে শুধুই ফোটে না- দীর্ঘশ্বাসের নিকষি ফুল,
আকাশ এক বাগিচার নাম, আজ যা ভেবে তুমি আকুল-
জন্মান্তরে পাড়ি দিতে হয়-যা লেখা আছে হেথা সমুদয়-
তুমি বুঝি ভাবো মাটিতে জন্ম? জানো না তুমি আকাশি ফুল!

তুমিও আকাশে আকাশও তোমায়-ভাঙেনি আজ সকল ভেদ,
তোমার অতীত নয় কি ভুলের- কিতাব অতীত সবই ক্লেদ।
যে তুমি বানাতে কাগজের ফুল- এবং তাতেই সুখে মশগুল-
কোথায় হারালে সে মন বল- আজ কেন ভাবো তারার ভেদ?

অলীক বিদর্শন-৭

সাকীঃ
তবে কি আমার এই দেহ মন, শরাবে পূর্ণ পেয়ালা স্বজন,
আমার কন্ঠে সুরের অমৃত, সবই আকাশ নিরালা নির্জন!
তবে কি আমার দুঃখ সুখ, প্রেম আর সকরুণ বুক-
অথবা আমার এই নিঃশ্বাস, সবই কি নিঃস্ব আকাশের ধন?

অদেখাঃ
কেন দেখনা হে চক্ষুষ্মান, অজানা নিরাকার এই আসমান,
কেন দেখ নাই এই নিরাকারে, গ্রহ নক্ষত্ররা সবই ভাসমান!
রুপকথার কোন দেবদূত নয়, অঞ্জলিপুটে ধরে এই বিশ্বময়-
উড়ে বেড়ায় সহস্র পাখার ঝাপটে- যেন সুদূরের অভিযান!

আদি এ আকাশ-আর নিশি আঁধার-চির সত্য জীবন পারাবার
এখানে মৃত্যু এবং জনম - যেন নিরালায় এক প্রেম অভিসার!
পাঠ কর মাটি আর জল, সকল সৃজন- বায়ু নদী কল্লোল -
খুলে দাও তুমি হৃদয় কিতাব, খুলে দাও পাল্লা সব জানালার!

অলীক বিদর্শন -৮

সাকীঃ
মানুষের মন নিয়ে বল, কি করে সে, কোথায় নিবাস?
কেউ কেউ কেন প্রাণেফুটে থাকে-অহেতুক ছড়ায় সুবাস!
অলক্ষ্য ফোটে অলক্ষ্য ঝরে নিদারুণ অশ্রু হয়ে পরে-
ভিজে যায় দুরের মরুর-একগুচ্ছ ফুল ফোটা ঘাস!

শরাবীঃ
অথবা দূরের কোন প্রাণ গেয়ে ওঠে মিনতির গান,
এবং তার রাতের আসমান কুয়াশায় ঢেকে হয় ম্লান-
রাতের স্বপ্ন মশগুল-জেগে থাকে কারো নাকফুল
জীবন অংকের সব করে ভুল, হারানো সুরে বিরহের গান।

অদেখাঃ
তবে তুমি হেম লতার বিচূর্ণ রস করেছো কি পান?
মন আর কিছু নয়- তারা ভরা রাত আসমান!
পিপাসিত শুন্য গেলাস-মদিরা বিহীনা শুধুই সুবাস
হয়তো প্রেম বলে তাকে-অথবা এক মৃত্যুর গান!

অলীক বিদর্শন -৯

অদেখাঃ
হয়তো তুমি বিশ্ব পাঠে, আজকে দিলে মনযোগ,
হয়তো তুমি ছাড়লে সবই, দূঃখ সুখের সকল ভোগ!
বলবো আমি নিঃসংকোচে, বিশ্ব আপনি আপনি রচে
দেখেনা সে তোমার জীবন- তোমার দূঃখ তোমার শোক।

তোমার বাগান মরু হলে কি এসে যায় ঐ আকাশের-
ক্ষুদ্র তুমি এই ভূবনে, শেষ ঠিকানা কবরের-
যতই তুমি ভাবছো ফের- অঢেল জীবন আছে ঢের-
কবরখানার লাশ দেখে কি- কাঙাল তুমি- পাওনা টের?

অলীক বিদর্শন -১০

সাকীঃ
সে নাহয় হল কবর লক্ষ্য- বিশ্বের সব জীব দেহের,
মন কেন তবে পরাধীন হলো, পচনশীল এই দেহের?
তোমার ব্যাখায় কি স্বাধীনতা - কিইবা বল পরাধীনতা
পারো কি বন্ধু রচনা করতে চার পঙক্তির এমন শের?

শরাবী
এবং আমি এই যে শরাবী, আমি কি বন্দী শরাবে-?
সাকী যে আমার মূখরিত রাখে- পরাধীন কি তার ভাবে?
তবে কোথায় প্রেম ভালোবাসা-কেন জীবনে এত কাঁদাহাসা?
মানব জীবন স্বাধীন তবে, বল অদেখা কোন ভাবে?

অদেখাঃ
স্বাধীন এবং পরাধীন- উল্টোপাল্টা শব্দগুলো আগেপিছে
পরাধীনতা অহং বোধে, তারপর আসে দেহের কাছে-
তারপরে তুমি কর্মের কাছে- পরাধীন তুমি মানুষের কাছে-
স্বাধীনতা সেতো বোকার শব্দ- না জেনে সবাই ভালোবাসে!

অলীক বিদর্শন -১১

সাকীঃ
বল বল প্রিয় অদেখা, সত্য এবং মিথ্যা কি?
হয়তো মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, রাজকন্যে বা রাজার ঝি!
হয়তো জীবনে বড়ই অযথা, নিছক কথা কিছু বাতুলতা
তারপরে কত লড়াই এখানে- দুটোতেই আছে কত ছি ছি!

অদেখাঃ
সত্য একটি ঘটনার নাম- জীবনের সাথে চলমান যা-
আর নিথ্যে হল নিছক গল্প- জীবনের সাথে ঘটেনা তা!
সত্যকে কেউ বাসেনা ভালো- মিথ্যে গল্পে জগত আলো-
সত্য দিয়ে জীবন চলেনা- মিথ্যেই হলো আশা ভরসা!

সকল স্বপ্ন, সকল ইচ্ছা- এবং জীবন চলার যতনা জ্ঞান,
এবং তোমার প্রতি মুহূর্তে জীবনের জন্য যতনা ধ্যান -
সদাই তোমরা সত্য লুকাও- মিথ্যে দিয়েই গল্প বানাও-
এবং কথার আশ্রয় নিয়ে, বাঁচাও জীবন বাঁচাও মান!

মিথ্যে বলা বলা মহাপাপ, বলে গেছে সব মিথ্যুকেরা-
যে যত বড় মিথ্যেবাদী - জগতে ছিল তারাই সেরা-
আর বোকারা সব দলে দলে, ডুবে মরে সব ঘোলা জলে
জীবন রুপময় হয়ে ওঠে- মিথ্যে বলার কৌশলে!

অলীক বিদর্শন -১২

সাকীঃ
পেয়ালা ভরে শরাব পানে, মিছে মিছেই ভাল থাকি-
এবং প্রতিমুহূর্তে প্রতি চুমুকে সত্যকে পেটে লুকিয়ে রাখি।
কথার মালায় কতযে কবি- কল্পনাতে আঁকে ছবি-
তোমাকেও সাকী সত্য লুকিয়ে মিথ্যে কথায় ভালোবাসি।

সত্যের রুপ শুধুই ঘটনা- মিথেরাই সুললিত কলা-
এই যে হাসি-এই যে সুখ- এ সব কিছুই প্রবঞ্চনা-
মিথ্যের রঙ লাগাবে যখন- সেটাই হবে নিষ্ঠ ঘটনা-
ঘটনা শুধুই নিছক ঘটনা-মিথ্যে গল্পে নানা রংয়া।

শরাবীঃ
ঘটনা হয়না ইতিহাস কোন- যদিনা হয়না তা কেচ্ছা
ঘটনা মানুষকে হতাশা- জাগায়নি কোন ইচ্ছা-
আজকে মানুষ যেখানে আহুত- সবই ছিল স্বপ্ন প্রসুত
ঘটনায় নয় মানুষ এখানে - মিথ্যে প্রসুত সদিচ্ছা।

অলীক বিদর্শন ১৩

অদেখাঃ

সত্য মিথ্যা বলতে জগতে, কি আছে আমায় বল দেখি!
আমার জীবন এবং অহংকার,ছাড়া পৃথিবীতে যে সব মেকি!
যে ঘোমটায় তুমি মুখ ঢেকে রাখো-সলজ্জ হাসি মুখে আঁকো
অথচ তোমার মনের বাসনা- বহুদূর থেকে আমি দেখি!

তুমিও জানো কি চাই আমি, আমিও জানি কি চাও তুমি,
তোমার আমার বাসনা দেখে হাসে কবরের বিরান ভূমি!
তার চেয়ে বরং দুচোখে তাকাই- ফেলিনা বলে মনে যা যা চাই
কাটিয়ে দেই এ মধু জীবন- সারা রাত জেগে জ্যোৎস্না চুমি!

সামান্য নিয়ে কেন মাতামাতি, বল বল পেয়ালার সাথী-
আদ সামুদের কথা রাখেনি মনে- আজকের এই চাঁদ রাতি
লানত নিয়ে চলে গেছে তারা-লুটের জন্য এসেছিল যারা-
কার নিয়ে তুমি আমার বল- হাড় মাংসও তোমার নয় সাথী।

অলীক বিদর্শন -১৪

অদেখাঃ

জগৎ এমন এখানে যেমন ভয়ের চেয়ে বেশী সম্ভ্রম,
এখানে জানি আমিও তুমি, লুকাই কত বাসনার দম!
এবং তোমার দুচোখে চাওয়া,দেখি সেথা কত না পাওয়া
বিজলীর মত কত চমকানি- খেলে যায় সেথা হরদম!

শরাবীঃ

তুমি কেন এত দেখ অদেখা, কি আছে তোমার ছায়া ছাড়া,
আমরা নাহয় এ জগতে পাগল, এদেহ নিয়ে যা নশ্বরা!
ক্ষুদ্র জীবনে বাসনার বায়- জোসনা নিশিথে বহে হতাশায়
তুমি তো পেয়েছো অবিনশ্বরতা- তুমি কেন কাঁদো হায়!

অদেখাঃ

প্রেম! প্রেম আছে কাঁদি তাই, অবিনশ্বর নশ্বর প্রেমে-
তুমি চলে যাও আমাকে ফেলে, অথচ আমি মরিনা হেমে!
কি আছে বল মহা শূন্যতায়- যে একা, সেই মৃত হায়-
এবং ইশ্বরও বড় একা ছিল বলে- সকল সৃজনে নিজ মাতায়!

অলীক বিদর্শন-১৫

অদেখাঃ
মানুষ তুমি দেখলে বটে, হরেক রকম এই জগতে-
হরেক কিতাব বুকে বেঁধে, যার যা মত হাঁটে পথে,
সব কিতাবই বাহারি বটে- জীবন যেমন যাচ্ছে ঘটে
তুমিই শুধু মিল খুঁজে যাও- জীবন নামের অলীক পথে!

শরাবীঃ
যে অংকটা মেলাই বসে- শরাবখানার মদির রসে-
হেথায় অনেক মানুষ দেখি- আপনি জ্বলে জীবন ঘষে
আকাশ ভরা তারার মেলা- ভালোই লাগে দেখতে জ্বলা
আমার শুধু নেইতো জানা- তারা জ্বলে কোন রসে!

সাকীঃ
তারাও হয়তো আমার মত- দুঃখ ভরা অলীক প্রাণে,
মৃত্যু গুণে চলছে সদাই- সমস্বরে গানে গানে-
সে গান হয়তো মিলে সুরে- আমার প্রাণে এত দূরে
তারাও যেন আমার মত-জীবন নামের অলীক যানে!

অলীক বিদর্শন -১৬

সাকীঃ
ভুলে যাওয়া কি অসুখ কোন- বলতে পারো কেন ভুলি?
অথচ আমি চেয়েছি তাকে- পথের পানে চুল খুলি!
বৃক্ষের মত মেলে সব পাতা- হয়েছি এক কবিতার খাতা
সুর করে করে গেয়েছি গান- কার তরে হয়ে বুলবুলি?

শরাবীঃ
জানিনা জানিনা জানিনা পাখী - কার তরে কাঁদে এ আঁখি,
কাকে ডেকে ডেকে ডেকে- হারিয়ে গেছে কি সেই সাকী-
এ ঘরে যে জ্বেলেছিল বাতি- সে কি নিভে গেছে রেখে রাতি
কার তরে বল হয়ে অভিমান- কাটাবো জীবন বিরহ মাখি!

অদেখাঃ
টবের গাছের শেকড়ে বাকড়ে- কত সাধ জানো বিস্তারের-
অথবা নদীর মধ্য স্রোতে- স্বপ্ন ছোঁওয়ার দুই পারের-
মধ্য স্রোত যেমনি কাঁদে- শেকড়ের সীমা টবের বাঁধে-
হয়তো তুমিও টবের ভিতরে- ক্রোন্দসী একা- নিশি রাতের!

অলীক বিদর্শন-১৭

অদেখাঃ

শেকড়বন্দী বৃক্ষ তুমি, না হয় ফোটালে নানা কুসুম,
বিশাল বুকে মাটি পেতে থাকি- বাসনায় ছিল অঢেল চুম।
জানি তুমি শুধু নিক্তির মত- হৃদয়হীন হয়ে খোঁজ পণ্য যত
ফুলের ঘ্রাণও বিনিময়ে বিকায়, মন কি আমার তারই মত?

সাকীঃ

থামো থামো হে প্রিয় অদেখা, তোমার হয়তো অনেক শেখা,
কেনাবেচা তো এখানে সবই- বেচতে পারো দিগন্ত রেখা-
এই আমি বেচি গেলাসে ভরে- নিশিরাতকে শরাবে পুরে
কাঁদোনি আমার হৃদয়ে তখন - বিলাপে বলেছো ভাগ্য লেখা!

শরাবীঃ

আকন্ঠ পান যদিও বিষে- তবু কে যেন বুকে যায় হেসে,
অদেখা আমার প্রিয় অদেখা দেখ কত সুখ ভালোবেসে!
দেখিনি বোকা তোমার মত- তুমি রুপহীন- রুপবান কত
তুমি যদি মরো এত কাতরতায়- বিষ পান তবে আমার শেষে!

অলীক বিদর্শন-১৮

শরাবীঃ

যে রেখাতে দাঁড়িয়ে আছো সেটাই তোমার পথ নাকি?
নাই কি তোমার আর কোন সাধ- অন্তরালে যাও আঁকি?
কিছু কথা লুকিয়ে রাখে, তোমার গোলাপ ঠোঁটের ফাঁকে
মাতাল ভানে বললে নাহয়, পুরো মাতাল এই আমাকে!

নিশির কাছে বল যদি আঁধার রাতের গল্পগুলো,
জানো তুমি ভুলে যাবে তোমার চেনা সে মনভুলো।
হাত মিলিয়ে তোমার হাতে, মন যে বলে চলি সাথে-
জানি আমি নিঃস্বের হাত নিঃস্বই থাকে জ্যোৎস্না রাতে!

অদেখাঃ

তোমরা এত কাতর কেন, আকাশ ভরা মেঘের মত,
আমি দেখি আকাশকে নয়, মেঘে ছাওয়া মানুষ শত!
সদাই সেথা বৃষ্টি ঝরে-বিজলী ভাংগে মনের ঘরে-
বাঁচবে কি আর যৌবনময়ী- তোমার স্বপ্ন সাধের মত?

অলীক বিদর্শন-১৯

অদেখাঃ
কে পারে বল মনের সাথে যুদ্ধে অথবা তর্কেতে,
কে জানে বল দিব্যি করে, ভাগ্য যাবে কোন পথে?
তুমি ভাবো একাই তুমি, দাঁড়িয়ে যেথা তোমার ভূমি
যেভাবে আঙুল ঘোরাবে তুমি ঘুরবে সব তোমার মতে!

শরাবীঃ
মন বলে শব্দ আছে- তোমার আমার সবার ভিতর,
কি যে সেটা খোদা জানে- খোলা নাকি বদ্ধ ঘর!
তার ভিতরে হাজার মানুষ, মানুষ নাকি দমের ফানুশ
জায়নামাযের হাজার কাতার, বিছানো থাকে তারি পর।

এখন বল প্রিয় সাকী, কোন কাতারে আমি আছি-
কোন কাতারে দূরে না কাছে- নাকি মনের কাছাকাছি!
মন কি তোমার আমায় ডাকে- নাকি অনেক দূরে রাখে
নাকি দূরের পাখীর মত, শুধু আমার ডাকাডাকি।

অলীক বিদর্শন-২০

শরাবীঃ
বুঝলে সাকী জীবনখানি আকাশ সমান এক আয়না,
তাইতো অবাক দুরাতের তরে, কেন আমার এ বায়না?
ইচ্ছে করে তারা গুনে গুনেজীবন সাধের জাল বুনে বুনে
সাত সাগরের সাত জলে, পেয়ালা জীবন কেন হয়না?

পাথর যদি হয়ে যাও,বালা, ফিরবে কেমনে আবার জলে,
জলের প্রাণ সুললিত থাকে- পাথর মরে যে পলে পলে।
স্বচ্ছ জলের হলে সরোবর- কমলে তার উড়ে মধুকর
দেখিনি কখনো -পাথরের গায়ে- কোন প্রাণ প্রেমে টলে!

অদেখাঃ
তুমি যা বল শুনে হাসি পায়- প্রেম! কিসের যে বল নাম,
প্রেম নয় বল অতৃপ্ত ক্ষুধা- বেঁচে থাকা শুধু যার ধাম!
প্রেম নয় শুধু পেটের ক্ষুধা- প্রাণ আদরে ডাকে তারে সুধা
বল এ পৃথিবীর কোন ইতিহাসে- ছিল কোন কিছু নিষ্কাম!

অলীক বিদর্শন -২১

সাকীঃ
যখন আমার তর্জনীতে বীণার তারে সুর ওঠে,
কাঁটার নীচে তখন যেন, গোলাপ কুঁড়ির ধুন ছোটে!
কাঁটার নীচে লুকিয়ে থাকা- অদৃশ্য সব জীবন আঁকা
প্রকৃতির সে পায়ের নীচে- রুপ সুরভে জীবন লোটে!

শরাবীঃ
তারও একটা বয়স থাকে- জন্ম মৃত্যুর হিসাব থাকে,
তারও থাকে যৌবন এক, রাত্রি দিনের বাঁকে বাঁকে!
বয়স, মুঠির বালির মত- নিঃস্ব করে স্বপ্ন যত-
পুরোনো এই রাতের আকাশ- চাঁদ তখনো জ্বলতে থাকে!

অদেখাঃ
বয়স! কেতাব ভরে কত কথা, লিখলে সবাই আবাল যত
আজকে তোমার বয়স যত - চাঁদের বয়স তোমার মত!
তুমিও অনাদি আকাশ যেমন- অনাদি এই জগৎ যেমন
তোমার জন্ম মৃতুর সাথে বাঁধা যে আকাশ- তারকা শত।

অলীক বিদর্শন -২২

শরাবীঃ
কত কঠিনে জানোনা সাকী, জেগে ওঠে কচি প্রাণ,
তুমি কি ভাবো কোন সুর, বাসেনি ভালো হালাকু খান!
তবে প্রশ্ন আসলো আরেক- মনুষত্য শব্দ কি ভেক?
সে উত্তর বলুক অদেখা - মানুষ শব্দের বল কি শান।

অদেখাঃ
হা হা হা যদি বলি, প্রকৃতি মাতার নচ্ছার সন্তান-
তাও বুঝি ভালো হয়ে যায়-এই মানুষের শান!
বল, পৃথিবীতে অনন্ত ক্ষুধায়- মানুষ ছাড়া কে কাৎরায়
গালি হয়ে গেল বুঝি- হলোনা কোন সুরেলা গান!

সাকীঃ
গালি দিলে গালি দাও- মানুষের মেধা করেনি কিছুই?
জ্ঞানের ক্ষুধাকেও দাও গালি- জ্ঞান কি করেনি কিছুই?

অদেখাঃ
হ্যাঁ, শুধু মানুষের জ্ঞান, শুধু আমি মেনে নেই তাকে,
যা মানুষকে আলাদা করেছে- সভ্যতার বাঁকে বাঁকে,
হয়তো চারপেয়ে থেকে- হয়ে গেছে আলাদা দুপেয়ে
পশুর পশুত্ব মেনেছো- মেনেছো মানুষের পাষন্ডতাকে!

অলীক বিদর্শন-২৩

শরাবীঃ
কে জানে কতদূর নীলাক্ষী, কত কত দূরে দূরে তারা,
জানিনা, বোঝেনা হৃদয়- কত কাছে হলে মেলে সাড়া।
মন মাঝে মঝে বলে সাকী- চিনি নাই আজও ঐ আঁখি
সলজ্জ কিছু বেলীফুল তবু- মনে জেগে থাকে ঘুমহারা!

সাকীঃ
মনে পরে সেই বেলীফুল, কবে হয়ে গেছে ধূলো,
তোমার সামনে শুঁকেছি তা- হয়নি মন এত ভূলো।
ধুলো হয় যায় দেহ, ধুলো হয়ে যায় কিনা মন-
জগৎ আর এই জীবন, নদীর মত- চিহ্ন থাকেনা কুলও!

অদেখাঃ
তোমরা বুঝি ভাবো দুজন- এক আকাশে এক জগতের?
ভুল! বড় ভুল ভেবে আছো! এক মানুষ এক জগতের!
তোমার মত শুধুই তুমি- কেউ নেই আর- একা বিশ্বভূমী
অচেনারে নিয়ে কর বাস- লেনদেন কেনাবেচা নগদ বা জের!

অলীক বিদর্শন-২৪

সাকীঃ
আমার মনের রাত কাটেনা, রয়েই গেল সব আঁধার,
বগলে আগলে কিতাব কত, কাল কালিতেই লিখলো সার।
কাল কালিতে কি যে সব লেখা, আধাঁরে পড়ে হয়নি দেখা-
কি লেখা আছে কালো কালিতে- একটি বর্ণও বুঝিনি যার!

শরাবীঃ
আমিও পারিনি জ্বালাতে আলো, বিজলী রাখেনি ধরে আলো,
বরং যখন নিভেছে ত্বরিতে -দূ'চোখে ঢেলেছে আরো কালো।
পথে পথে পায়ে হোঁচট খেয়ে-জানিনা কোথায় আছি দাঁড়িয়ে
দু'কানে কত শব্দের বোঝা- বুঝিনি কিছুই মন্দ ভালো!

অদেখাঃ
তবে কি ভাবো তোমাদের তরে, এখানে আসা এই পৃথিবীতে?
মনেহয় না সত্য, সত্য তা, তুমি গাও শুধু কোরাসের এক গীতে।
বল কি আছে তোমার এইখানে, শত শত বার বিদ্ধ স্বপ্ন বাণে
আর আছে কিছু উষ্ণ অভিনয়-ভঙ্গুর- রঙিন পেয়ালা হাতে!

অলীক বিদর্শন-২৫

শরাবীঃ
এবার তবে কোথায় বল, জ্বালবো আলো কোনখানে,
আকাশ যার পুরোই নেভা, প্রশ্ন জাগে তার প্রাণে!
পেয়ালায় তুমি ঢালতে পারো, হয়তো নেশার মদিরা আরো
বলতে পারো- যে দিল ভাঙা, মজবে কি তা আর গানে?

সাকীঃ
প্রশ্ন জাগে নাজুক কত, মানুষের এই সভ্যতা,
দেখ নাকি জগৎ জুড়ে আজকে কেমন বিষণ্নতা,
কারা তবে বল এ সভ্যতার- বাতি হাতে সমুখ চলার
কিতাবধারী না অস্ত্রধারী- অথবা পঙ্কতি কবিতা!

অদেখাঃ
দাবী তো অনেক ভিন্ন প্রান্তের-কিতাবে ঠাসা এই জগৎ
সে লেখা পড়ে মানুষের মাঝে- বেড়েছে শুধুই বৈরী মত,
কেনযে ভাবো-এসব কথা- নয় কি ভালো নীরবতা-
নিজের হৃদয়ে দিক না পেলে- কে দেখাবে তোমায় পথ?

অলীক বিদর্শন -২৬

সাকীঃ
বৈরী আমার ভাগ্য নাকি, নিজেই বৈরী নিজের কাজ?
আকাশ ঢাকি কালো মেঘে, উদয়ে জমাই কালি সাঁজ!
মন বসেনা প্রার্থনাতে, শুধুই দেখি রেখা হাতে-
সেথায় খুঁজি ভাগ্য আমার- আফসোস করা শুধুই কাজ!

শরাবীঃ
ফুলদানী আর পেয়ালী শরাবী, মাপছি একই পাল্লাতে,
এইযে দেহের আঁধার ঘরে, কথার মালা হল্লাতে।
সই দিয়েছি মৃত্যু খতে- তারপর এই জীবন পথে-
যদিও এখন তোমার সাথে, জানিনা কি হবে কালকে প্রাতে!

অদেখাঃ
এইতো বাছা, বেশ বুঝেছো, কত মহৎ কিতাবধারী,
ভোগ করেছে শুধুই দেহের, করেছে অযথা জীবন ভারী,
অবান্তর সব কথা বলে- তারাও আজকে কোন অতলে
আপন দেহের তরীতে করে- অন্ধকারে দিয়েছে পাড়ি!

অলীক বিদর্শন -২৭

সাকীঃ

বলতো শরাবী সত্য করে, থাকো যখন প্রাসাদ ঘেরা,
তোমার সামনে সবাই সেথা, ঘিরে থাকে দাস দাসীরা!
তখন তোমার কি মনে হয়! তাদের মুখে তোমারই জয়?
হয়তো, অথবা হয়তো নয়, হতেও পারে তুমি ঘৃণায় ভরা!

শরাবীঃ

অন্তর আমার এ দোষে দুষ্ট, বেপরোয়া মন ঘোড়ার খুরে
কি দলিত হয় দেখিনা কখনো-মন ভেজেনা কান্না সুরে!
তবে যখন কোশে ফেরে তলোয়ার - আমি দেখি বারবার
এক নৃশংস দানব দাঁড়িয়ে আমার এই এই দেহ ফুঁড়ে!

অদেখাঃ

হ্যাঁ, তাই একই খেলা- রক্ত স্রোত বয় যুগ যুগান্তরে-
হে মানব তোমরাই দিয়েছ নাম- যে নামে খ্যাত স্বয়ং ঈশ্বরে!
নিজের নাম দিয়েছো মানুষ, প্রেম ঘৃণা হুঁশ-বেহুঁশ-
মুখে বলি 'সেবক আমি' কি কথা- তার আড়ালে প্রভু অন্তরে!

অলীক বিদর্শন -২৮

শরাবীঃ

আলাপচারিতা শুরু যখন, বনে গোলাপ ফুটলো তখন,
শুরু রইলো শুরুতেই পড়ে, উজাড়ের পথে ফুলের বন।
পালক আড়ালে কত যে গান, লুকিয়ে রাখে পাখীর প্রাণ
গোলাপে বলে কত সাধ তোমার, আমার বুকে বাজে মরণ।

সাকীঃ

সাধ্য কি আর মানুষের আছে- পশ্চিমে চাঁদ তা গেছে ঢলে,
মদিরা শুন্য সোরাহির কাছে- হে পেয়ালা আকুতি না চলে!
কথাও আমার গেছে শেষ হয়ে, নীরব আঁখি কিছু যাক কয়ে
রঙ ম্লান হলে জানি শরাবী- রাখবেনা হাত সে কপোলে!

অদেখাঃ

তোমাদের কথা শুনি আর হাসি, আবেগ- বেশ আমি বুঝি,
চেয়ে থাকি তারা ভরা রাতে- জলন্ত শ্মশানে প্রেম খুঁজি!
এ মৃতিকার প্রতিটি কণায়- কত কথা আপনি মিশে যায়-
কে রেখেছে বল নায়লাকে মনে, বালির নীচে মিছে খুঁজি!

অলীক বিদর্শন -২৯

শরাবীঃ
কত অকৃতজ্ঞ বল আমি, শুধুই করেছি আকণ্ঠ পান,
এ মদিরায় কত যে আঙ্গুর, জীবন করেছে দান!
ডুবেছি আমি অতল নেশায়, ভাবি নাই তার সম্ভাবনায়
তারও আশা ছিলো দ্রাক্ষা হয়ে, শুনবে মৌমাছির গান!

সাকীঃ
কখনো প্রকাশ করিনি দুঃখ, থালায় গরম রুটির কাছে
কত গমের দানায় আমার এ জীবন ঋনী হয়ে আছে!
তুমি বলেছিলে জীবন কি? শোন তবে প্রিয় ষড়োশী-
এ জীবনের সংজ্ঞা তবে, ঋণী ছাড়া কি আর অর্থ আছে?

অদেখাঃ
আর তুমি ভুলে গেলে, দূরের ওই আকাশের কথা,
যা দৃশ্যমান নয় কখনো- প্রতিশ্বাসের প্রাণ বায়ুর কথা,
অথবা সূর্য চাঁদ, ফুল পাখী, প্রাণীদের অব্যক্ত আঁখি
তোমার দেহ অস্থিমজ্জা, মনে করে দেয় কি কোন নিরবতা?

অলীক বিদর্শন -৩০

শরাবীঃ
বেঁচে থাকার পথই খুঁজি, ভালোলাগার পথ শুধু খুঁজি;
কিতাবের পাতায় - মগ্ন আকাশে বুঝি বা না বুঝি!
প্রশ্ন করলে তোমায় সাকী, নিমীলিত কর কাজল আঁখি-
তবে কি নেই কোন মানচিত্র- তোমার কাছে হে প্রিয় পাখী?

সাকীঃ
আমি শুধু ভাবি জীবন গেলাস, কত রঙ জলে ভরা থাকে,
কার কাছে প্রশ্ন কর তুমি? হারিয়েছে যে, জীবন পথের বাঁকে!
কোনদিন চিনি নাই রাত যে কি-এইযে পিদিম তাও পরিচয়হীন
একা একা জ্বলে কথা না বলে- অন্ধকার, অন্ধকারই থাকে!

অদেখাঃ
হৃৎপিন্ড যা করে রক্ত সেচন- যাকে তোমরা বল যে হৃদয়,
লক্ষ বছর ধরে মনে কর- সেই বুঝি সব কথা কয়!
অভীষ্ট জীবন যদি হয়- সুখী ভেবে - এ জীবন কিছু নয়
যদি অভীষ্ট আকাশ শুধু হয়, সে পথ নিছক বাতাসেতে বয়!

অলীক বিদর্শন-৩১

সাকীঃ
কত ছবি পুরোনো হলো, পুরোনো হলে তুমিও ভাবুক,
আয়নায় কতবার বলো, চিনতে চাইবে নিজের মুখ!
আপন চোখে চেয়ে আয়নায়-কত যে বাসনা ঝরে যায়
আয়না নীরব শুধুই দেখায়- পরিচয় হীন কত মুখ!

শরাবীঃ
আমি জানি একান্ত নিরালায়, মন কোন ছবি খুঁজে যায়!
কবে যেন কোন একদিন, ডুবেছিলে আপন মুখ মুগ্ধতায়।
আর কোনদিন দেখ নাই তাকে-হারিয়েছে যা কালের ফাঁকে
প্রতি চুমুক বদলে বদলে যায়- তোমার মুখের জিহবায়-!

অদেখাঃ
বুঝলে-আজ আর কালের তফাৎ - নিশ্চিত সাধু তৎক্ষণাৎ
রোপিতে না কোন বৃক্ষ-গোলাপের সুবাসে হতে না গো মাৎ!
যে বৃক্ষ লালন করো, নাম ষড়োশী-কবেই যেতো মাটিতে মিশি
সোনারুপা -চিরুনী যা হোক- বিচার করেনা কারো মনোসাধ!

অলীক বিদির্শন -৩২

সাকীঃ
রাতের সাথে সোরাহীও শেষ, হয়তো তোমার পেয়ালাটাও;
তোমার মন কি ফুরেছে শরাবী, লালি যে পূর্ব আকাশটাও!
যে কথা বলেছো মদিরা আবেশে, যদি ভুলে যাও রাত শেষে
হয়তো সেতার বেদনা বাজাবে, হয়তো ভুলবে এ মুখটাও!
শরাবীঃ
আমিও জানি, বেশ জানি, নিশিরাতে ফোটে যে ফুল পথে,
দিনে সে ফুল দলিত হয় যে, কারো পদতলে-কারো বা রথে!
দিনে যে কথা বলো সাকী- রাতে আরেক তোমার আঁখি
এভাবেই চলে দিন আর রাত, কখনো মতে- কখনো অমতে!

অদেখাঃ
অতি প্রিয়জন সেও পায়ে পায়ে- কবর থেকে ফিরে যখন,
স্মৃতি শ্রুতি পায়ে পায়ে ভোলে- তার সামনে শুধুই জীবন!
মনেও কত ধূলো জমে যায়-জীবন কখনো পিছে না তাকায়
সেও ঢেকে যায় তারই ধূলোতে- থামেনা এ পথে কারো চরণ!

অতি প্রিয়জন সেও পায়ে পায়ে-
কবর থেকে ফিরে যখন,
স্মৃতি শ্রুতি পায়ে পায়ে ভোলে-
তার সামনে শুধুই জীবন!

মনেও কত ধূলো জমে যায়-
জীবন কখনো পিছে না তাকায়
সেও ঢেকে যায় তারই ধূলোতে-
থামেনা এ পথে কারো চরণ!

আকাশ

অলীক বিদর্শন -৩৩

শরাবীঃ
এই যে এখন চাঁদ হেলেছে, শুকতারা জ্বলে তার পাশে,
কিসের আশায় হাত তুলেছো- আকাশ পানে কার কাছে!
বন্দনা তো নিজের ভিতর - হৃদয় সকল কিতাবের ঘর-
তুমি তাকাও আকাশ পানে- কে আছে বল কার কাছে?

সাকীঃ
অতীত সেতো চলমান বয়, বর্তমানের পুচ্ছ ধোঁয়ায়-
কোনদিন কি আসবে ফিরে-পায়ে পায়ে যে চিহ্ন হারায়!
তাইতো বলি চেয়োনা পিছে- অপচয় করা জীবন মিছে,
জীবন সেতো সময়ের নাম-সামনেই শুধু দেখতে চায়!

অদেখাঃ
ক্ষীণ হয়ে যায় সে নক্ষত্রও- স্পষ্ট দেখতে যৌবনে-
মৌমাছিদল ছোট হতে থাকে, বসন্ত গেলে মৌবনে!
তবে তোমাকে বলে যাই সাকী-জাগিয়ে রাখো ও দু’ আঁখি,
কি ভেবে লাভ বলতো দেখি-উড়াল দেবে কখন পাখী?

অলীক বিদর্শন -৩৪

শরাবীঃ
চাঁদ, তুমি কেউ নও, সুদুরের শুধু মধুরিমা আলো,
বুঝেছি, প্রেমিক নই আমি, একান্তে শুধু বাসিভালো!
তোমাকে বলেছি কত আগে, এ হৃদে অন্ধকার জাগে
তাতেই ধন্য মানি সাকী-পাই এ আঁধারে যতটুকু আলো!

কত কথাই তো সদা লেখে, কলম নামের চলন্ত সময়,
সবচে দামী বলে ভাবি, মানুষের সাথে হওয়া পরিচয়!
কে থাকবে বল চিরকাল, তাই, নাহয় হলাম মাতাল-
অপ্সরীর ঠোঁটের পেলব ছোঁয়া-এই ঠোঁট পেলোনা নাহয়!

তিন সত্য বলেছিলে একদিন, তাই থাক-মনে চিরদিন,
এক বিন্দু স্মৃতি নিয়ে- বাজে যদি জোসনার বীণ-
না হয় র’লেম অনুরক্ত- না হয় হলোনা এ মন মত্ত
প্রেম নয়, নয় মত্ততা- থেকে যাক কিছুটা ভালোবাসা ঋণ!

অলীক বিদর্শন -৩৫

শরাবীঃ
অনন্ত আকাশে দেখনি কখনো, তীর বেগে আগুন ছোটা,
হয়তো কোন নক্ষত্র থেকে, আপন ইচ্ছায় মহাশূন্যে লোটা!
একা একা নেই প্রিয়জন- সে এক খেলা যেন আত্মবিসর্জন।
মৃত্যু দেখলে গভীর বিস্ময়ে-আঁখি ফেলে নেই জল কয় ফোটা!

সাকীঃ
তুমি দেখ শীতের শেষে- হাওয়ায় ফুলের পাপড়ি উড়ে যায়,
সেও তো মৃত্যু এক ফুলের- জানি- তোমাকে না কাঁদায়!
তুমি দেখ নেঘ সাজানো আকাশ, বৃষ্টিতে মিশে যায় তার শ্বাস,
তাদের আহাজারি মৃত্যুর গান, প্রশান্তি দেয় - দু''চোখ ঘুমায়!

অদেখাঃ
এত বড় বিশ্ব তোমার বিশ্বাসে, ভাবো নাই কত তাতে ঋণ,
এ মাটির কাছে ঘাসপাতা পাশে, কিভাবে -দেখনি কোনদিন!
ঋণের তালিকা নিয়ে তোমার পিছু, বলে নাই কেউ কোনকিছু;
এ মাটির বসন্তের সৌরভ- বলে নাই - মানুষ-তুমি নিঃস্ব দীন!

অলীক বিদর্শন -৩৬

সাকীঃ
তুমি কি কখনো দেখোনি মেঘ এবং তার ঝরে পড়া?
তুমি কি দেখোনি ভেজা অরণ্য, পায়ের নীচে সিক্ত ধরা?
তুমি কি দেখোনি ভোর কুয়াসায়-সপ্তবর্ণ কি হিরা ছিটায়
সব নেমে আসে আকাশ থেকে- তোমার দুয়ারে নাড়ে কড়া!

শরাবীঃ
এখানেও আছে শস্যপেষা পেয়ালা ভরা কত যে ঋণ,
অসীম মমতা ভেঙেছি আমরা, টুকরো করেছি রাত্রিদিন,
অমরতাকে ফিরিয়ে দিয়ে- শুধুই ভেবেছি মৃত্যু নিয়ে-
মাটি বালি খুঁড়ে খুঁজে খুঁজে ফিরি-পোড়া মাটিতে জীবন চিন!

অদেখাঃ
তা বটে তা বটে কখনো তোমরা, পাওনি খুঁজে দেহ সংগীত
পাওনি খুঁজে ভ্রুণের ভিতর- বেজে উঠেছিল কোন সে গীত
তোমরা ভাবলে জড় ও জরা-দেহের পেয়ালায় যা আছে ভরা
নিজেই অন্ধ করলে দুচোখ, হারিয়ে গেল জীবন অমিত।

অলীক বিদির্শন -৩৭

সাকীঃ
এবং তুমি আদম সুরাত, আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে,
কোন এক অচেনা কেউ, অচেনা সুরে যায় গান গেয়ে!
অচেনা সুর শোন নাই আগে, দেখ নাই ছবি যা মনে জাগে
আঁধার থেকেই এসেছো আলোয়, আঁধারেই যাবে মিয়ে!

শরাবীঃ
পেয়ালাতে যখন ঢালো মদিরা, শিহরণ জাগে এ দেহে আমার
কে যেন আমার চুলে বিলি দেয়- আজও দেখা পাইনি তার-
তোমার গৃহের খোলা বাতিতে কে যেন নাচে আলোআঁধারিতে
আমি হয়ে উঠি চকিতমনা- কিন্তু আমার খোঁজাই সার!

অদেখাঃ
আজো বোঝ নাই- তুমি যে দেহী- অদেহী আমি তোমার সাথ
তোমার সাথেই পেরেকে গাঁথা- তোমাতে কাটাই দিবস রাত
কবরে যাবে তোমার দেহ-যাবেনা সাথে বন্ধু কেহ-
তখন শুধুই তুমিযে আমার- অদেখা অদেখায় মধুরাত!

অলীক বিদির্শন -৩৮

অদেখাঃ
ফুল ফলে ভরা এ ধরণীতে, তুমি বল সবই আপেক্ষিক,
মহাকাশে কি আছে ঐসব- তোমার জ্ঞানের নির্ণিত দিক!
এখনো এখানে তোমার পাশে, কতকিছু আছে সরল কোষে
আর সবকিছু জটিলে গঠন-বিস্ময়কর কি যে অনামিক!

সাকীঃ
সরাইখানার বালিকার কাছে, কেন বল এত জটিল কথা,
আমি এখানে সাধে আসিনি, পেয়ালাতে ঢালি দুঃখ ব্যথা!
বরণ করেনি সমাজ আমায়- ভুলেছি গেছি সব তাত্বিক রায়
চার দেয়ালের এ কুঠুরিতে- ক্ষীণ প্রদীপেই জীবন যায়!

শরাবীঃ
যদিও আমার সমাজ আছে- প্রাণ খুলে ক'বো কার কাছে-
কার কাছে ক'বো বল অদেখা- হৃদয়ে যে নীল জমে আছে!
তাইতো সাগরে ডুবতে যাইনি- পেয়ালায় ডুবে থাকি আমি-
জীবন তো শুধু একমুঠ বালি- ঝরে যায়-দায় তার না আছে!

অলীক বিদর্শন -৩৯

শরাবীঃ
তুমি কি দেখো তোমার হাতে, নয়তো সমান পাঁচ আঙুল,
সকল পাপড়ি সব কি সম, তোমার বাগানে ফোটে যে ফুল!
ছোট বড় কেমন করে- থাকে তারা একে অপরে-
দ্বন্দ কি আছে ছোট বড় তে- প্রকৃতির কাছে কোনটা ভুল?

সাকীঃ
এই যে তুমি পেয়ালা ধর, পাঁচ আঙুলে সমান ভাবে,
কোনটা বড়, কোনটা ছোট, আসে না তা অনুভবে-
তবে কেন দ্বন্দ মনে- যুদ্ধ সদাই নিজের সনে-
প্রকৃতিতে নেই কোন দোষ, দোষ যা কিছু হয় স্বভাবে!

অদেখাঃ
ফুলের দিকে চাও না তবে- চাও না কেন হাতের দিকে,
হাজার মনের মানুষ দেখ- ছড়িয়ে আছে চারদিকে-
সবই সুখের হতে পারে- জীবন নামের এ পারাবারে,
হাতের কাছে, ফুলের কাছে- বাঁচার মন্ত্র নিলে শিখে!

অলীক বিদর্শন -৪০

সাকীঃ
জ্ঞান নয়তো পেয়ালা ভরা মদিরা সিক্ত চাঁদনী রাত!
জ্ঞান নয়তো বন্ধ হৃদয়ে, চোখ খোলা রেখে অবুঝ পাঠ।
জ্ঞান নয়তো সাগরের জল- অথবা মেঘের আষাঢ়ে ঢল
জ্ঞান নয় অন্ধকারে গভীর ধ্যান- ধূপ ও ধূনোতে মন্ত্র পাঠ!

শরাবীঃ
তবে কি আমি সারাটা জীবন, করেছি মাটি সরাইখানায়,
বুক ভরে আমি শ্বাস নিয়েছি, বাসন্তী কোন মেঘ মালায়-
তবে কি আমি প্রতি নিশিরাতে-কাটাই ক্ষণ মিছে বাসনাতে
আমার জীবন বৃক্ষ থেকে- নীরবে পাতারা খসেখসে যায়?

অদেখাঃ
জ্ঞান ধ্যান নিছক শব্দের এ বাজারে আসে কেন ও কথা,
যে হাটে বসে জ্ঞানপাপীরা- পচা কিতাবে ভরেছে মাথা!
পেয়ালায় ভরা দুশমনি আর- হিংসা ঝিলিকে খোলা তলোয়ার
হাতে নিয়ে বল জ্ঞানে ধ্যানে আছি-হাসিতে লুকিয়ে কপটতা!

অলীক বিঁদির্শন -৪১

শরাবীঃ

আমি জানি মেধাবী গোলাপ, রোদ্রের ফুল মেঘে উজ্জ্বল;
দূরের মেঘ সেতো দূরেই রয়, কাছের মেঘ সেইতো সজল।
বসন্ত ফোটায় না শুধু ফুল- বর্ষায় ভাঙেনা সব নদী কূল-
তুমি জানো না হঠাৎ -ফাগুনের কোকিল করে কলরোল!

সাকীঃ

তবে আমি বসে থাকি, কবে সেই আসবে হঠাৎ
অকালের মেঘ ভেঙে ভেঙে -তৃষিত বৃষ্টি পাত!
সেই এক কোন সাঁঝে-মিহি সুরে পূরবী বাজে
মনের অলক্ষ্য অচেতনে-ধর এ পিপাসিত হাত।

অদেখাঃ

হায় হায় আমি দেখি, চাঁদে পোড়া বিষন্ন বদন,
বাসনা বাগানে ঘুরে ফেরে-লায়লার নিহত সে মন!
দুঃখ নিয়ে মানুষেরা সব-দেহেতে ধারণ মেকী উৎসব
তোমরা নোনাজলে ডুবে-আর বাইরে বসন্ত ফুলবন!

অলীক বিঁদর্শন -৪২

শরাবীঃ

কেন? মন দেয়নি উত্তর- তোমাকে ভালোবাসি কুমারী নদী!
বাসনা বাগানে কেন ফুল ফোটে; সুরভিত কেন মন নিরবধি!
এ জীবন সরাই নিয়ে ক্ষুদেবাতি, আলোতে হয়না স্নাত রাতি
যে মরে বাতির শিখায় - কি লাভ তার আকাশ পায় যদি!

সাকীঃ

যে মন নোনাজলে ডুবে- তার কি আছে শ্বান্তনা!
বল শরাবী যে মন উঁইয়ে ধরা কি করে হয় সুমনা?
এই হাতে দেখ কত রেখা- কি আছে জানিনা ভাগ্যলেখা
তুমি দেখ বাতির যে শিখা- জ্বলি আমি- কেউ জ্বলেনা!

অদেখাঃ

আর তোমাদের মাথার উপর- চাঁদ ওঠে- চাঁদ ডুবে যায়,
মনের কথা ক্ষণিকের আলো- প্রতিনিয়ত ঝড়ে নিভে যায়!
আঁধারে এসেছিলে আঁধারেই গেলে- গণিতের হিসাব না মেলে
তোমার শুধু চেয়ে দেখা- কুমারী নদী আপনি বয়ে যায়!

অলীক বিদর্শন -৪৩

শরাবীঃ
সবুজ ঘাসের প্রান্তর ধরে-খোলাচুলে সে হেঁটে যায়-
চাঁদ আর নক্ষত্রেরা-ছোট জানালায় বাসনা আছড়ায়!
দেখি তার ছায়া শুধু-মিশে যায় কোন অলৌকিকতায়-
তুমি বল আর কত ডুবে যাবো- প্রতিরাতে প্রতি পেয়ালায়।

সাকীঃ
নিরালায় ছুঁয়ে যায় এই মুখ কে তুমি সেই কবে থেকে-
দেখি নাই কোনদিন যা - কত ছবি যাও তুমি এঁকে-
নিয়ে যাও কোন এক বনে- ফুল নেই যে বৃক্ষের মনে;
না, তারা বন্ধ্যা নয়- দাঁড়িয়ে তারা অনন্তকাল থেকে!

অদেখাঃ
পাতায় পাতায় কত সুর- এঁকে ফুল কত যে সুবাস,
তোমাকেই বলেছিল মাটি- এই ফুলে ফোটাও আকাশ
তুমি কি শোননি সে কথা- যদিও চিরকাল তার নীরবতা
ডুবেছিলে তুমি মহুয়ায়- সুর ফুল সুবাস নিয়েছো যে শ্বাস!

অলীক বিদির্শন -৪৪

সাকীঃ
সুরা পেয়ালায় করে অবগাহন, তুমি যদি পাও সমুদ্র স্বাদ,
এক ঝলক জ্যোৎস্নায় ভিজে কি করে বুঝবে আকাশ অবাধ।
আমরা বন্দী দৃষ্টি ও দেহে, মনও বন্দী ছোট সে গৃহে-
বাসনা কিন্তু সীমানা বিহীন - যার নেই কোন অবসাদ!

শরাবীঃ
কত দূরই বা দেখি বল, এই যে তুমি দু' বিঘত দূরে-
আমি শুধু দেখি তোমার দু'চোখ কি আছে জানিনা অন্ত:পূরে!
দেখা বলে বল শব্দ আছে, অন্তঃসার তা আমার কাছে-
দেখা বলে কিছু নেই- তুমিও রয়েছো মোড়কে পুরে!

অদেখাঃ
দেখা দেখি নিয়ে কত কথা, ক্ষয়ে যাওয়া পাথরে কত বারতা
তুমি যে তুমি তাও তুমি দেখো নাই অন্তরের কত বহতা!
তুমি দেখ কাকে বলে বাঁচা, তুমি দেখো রুদ্ধতার খাঁচা-
আর কি- আয়নায় অবয়ব? আর ভাবো জীবন-অযথা!

অলীক বিদির্শন -৪৫

শরাবীঃ

প্রিয় অদেখা, আমি জানি, আঁধিয়া পথে হে আমার বাতি,
তুমি ছিলে সাথে তাই, কন্টক বিছানো পথ ধরে হাঁটি!
কেউ কেউ মন ছুঁয়ে থাকে- সারাক্ষণ মনে জেগে থাকে
জীবন শুধু একা নয় পথে- বাঁকে বাঁকে থাকে প্রিয় সাথী!

আমি চাই শুধু কথা নয়, ভাগ্যলেখাও ভাগ করে দাও-
ভাগ্য ভাগ করে দাও তাকে, মুঠোভরা ফুল যা আছে তাও!
জ্বলুক নাহয় আরেক বাতি- আরেকটু আলো পাক সাথী
তার পথে আলো দিতে- নাহয় এই আমাকে পোড়াও!

অলীক বিদির্শন -৪৬

সাকীঃ

কত কথা, রুপকথা, উপকথা; কত মেঘ-কালোকেশী,
অথবা জ্যোৎস্নায় বড় একাকী, প্লাবনেও বড় উদাসী!
খোঁজ তুমি মুগ্ধতা ভরা পেয়ালায়- বসে যদি ভাঙা নায়-
চাঁদ আছে, সুর আছে, আমিও আছি- শুধু তুমি বিষন্নতায়!

শরাবীঃ

আমি জানি, ঘর বাঁধে- পোকারাও কত ফুলে ফুলে-
নঁকশী নাওয়েরা ছেড়ে যায় আমার রঙিলা নদী কূলে
কি থাকবে এইখানে- শুধু জ্যোৎস্না, ধূলো ভরা শুনশানে
যে নদী মরে হয় পথ- নদীর গান কি মাখা রাখে ধুলে?

অদেখাঃ

পায়ে পায়ে যত তুমি যাও- কখনো কাঁকড়, ধূলো পাও,
যত ভাবো ভুলিতে চাহিনা আমি, তত বেশি ভুলে যাও!
জীবন তো শুধু ভুলে যাওয়া-প্রেম মেখে বল বসন্ত হাওয়া
তোমাকেও কেউ রাখবেনা মনে- কি দোষ যদি ভুলে যাও!

অলীক বিদর্শন -৪৭

শরাবীঃ
ওদের বাড়ী কোথায় অদেখা? স্বপ্ন, দুঃখ কষ্ট -ভালোবাসা?
আমি নিরালা ঢালি পেয়ালায়, রাতে রাতে কাটেনি তমসা!
মাটিও জানেনা কত কিছু- আষাঢ়ে গল্প ছাড়েনা তার পিছু-
রাজা উজির কত খসে পড়ে- থামেনা খেলা আকাশের পাশা!

সাকীঃ
কত রঙ মেশালাম শরাবী, বাতির আলো আর চোখের জলে,
জানো, আমার যে মন সরোবর- ভেসে থাকে লক্ষ শতদলে!
অথচ আমি অবাক সদাই, কারো সাথে কারো পরিচয় নাই-
হ্যাঁ, আমি বিস্মিত-জানো, পরিচয় নেই হাতের পাঁচ আঙুলে!

অদেখাঃ
তাও তো কত চেনা জানা- বিভ্রান্তির শব্দ বড় ঐ অচেনা-
জীবন আর ভলোবাসা নিয়েই, আমি তুমি অর্থ-লেনাদেনা!
কার নাম দেয়নি মানুষে- বিষ! সেও তথাস্তু - ভালোবেসে -
তবে পারবে ফিরতে কবর থেকে- মরে যদি কোন মুখ চেনা?

অলীক বিদর্শন -৪৮

শরাবীঃ
সত্যি যদি চেনা হও কারো, হে সাকী তাকে ভুলতে কি পারো
এ দেহে লক্ষ কোটিকোষ-অচেনাই থেকে যায়, বলি আবারো।
এ যেন বহমান নদীর পাশে, কত অচেনা-তবু জল পানে বাঁচে
কেউ ভাবে সব আমার-কেউ ভাবে দুরে থাক আমাকে ছাড়ো!

সাকীঃ
এভাবেই ধূলো মাটির খেলা- মমতায় ঘর আঁকি কত,
দেরাজে দেরাজে যত্নের ভাঁজে- তুমি তুমি তুমি যে কত!
তারপর নেমে আসা সাঁঝে-কত বিধুর বিরহ বাঁশি বাজে
ভুলে যাই- পায়ে দলে-জানো, স্মৃতিরাও মরে পাখীর মত!

অদেখাঃ
এখানেও, এই মরুতে- দিনে উষ্ণ- রাতের হিমে
লু হাওয়ার অভিসারে বালি-মজে থাকে প্রেমে!
পরতে পরতে ভালোবাসা, নাকি ভুলে যাওয়া-
কি অর্থ বল আমায়- আমি কি ভ্রমে নাকি প্রেমে?

অলীক বিদর্শন -৪৯

শরাবীঃ
তুমি ভেবেছো বিনিময় কি, থাকনা সে কথা তোমার মনে,
আমি দেখেছি অদেখাকে সেথা, গোলাপ মুকুটে হারালো বনে।
শুধু তলোয়ার করেনা দেহ ভেদ, দৃষ্টিরও ক্ষমতা ক্ষুরধার ছেদ-
তুমি জানো তা হে নারী- দেখ অন্তরে সদা কি খেলা চলে!

সাকীঃ
জানি, অলীকে আমি ও যখন জলে, কতবার এক প্রিয় মাছ-
পাখনায় ছুঁয়েছে আমার শরীর-আলতো চুমু দিয়েছে যে হাত,
থাক এ গল্প মনের কোঠায়, যদি কোনদিন আসে কবিতাতে-!
না হয়, ধুলিতেই ঢেকে যাবে- ভুলে যাবে স্বপ্নের রাত।

অদেখাঃ
বালিতে মিশেছে হাজার রুপকথা, থাক জলে ডুবে সেই মন,
অনুভবে রাখো যাকে তুমি-কেন মনে জ্বেলে রাখো হুতাশন-
তুমি কি চাও ছিঁড়িতে গোলাপ- না বৃক্ষ ফুল-কাঁটা নিয়ে থাক!
কি প্রয়োজন টবের এক ফুল, থাকনা বুনো গোলাপের বন!

অলীক বিদর্শণ -৫০

শরাবীঃ
আকাশ নামে জমিনের কাছে,হয়তো কেতাবে আছে লেখা,
আমার কাছে নামেনি সত্য-তবে যাকে চাই পেয়েছি দেখা!
কি যে আমার ভাগ্য সাকী- তোমার চোখে এ চোখ রাখি-
মুখে যা বলেছি জীবন গল্প- মন ছুঁয়েছে তোমার দিগন্তরেখা।

সাকীঃ
আমি দেখি, শুধু দেখি- ঈশ্বর দিয়েছিল ও আয়ত চোখ,
যতনা আনন্দ দুচোখে সেথা, তার চেয়ে বেশী ভাসে শোক।
তুমি বল কেন মন ভারি, অট্টালিকায় যার মিনারের সারি
তুমি চাইলে কি নাই বল, প্রস্তুত নেই কি পেয়ালার সারি!

অদেখাঃ
তার তরে, তুমি দিলে ভাগ্যের আধাআধি ভাগ-
মুছে দিতে চাও তুমি তার মনে জমানো বিরাগ।
তুমি শুধু বল তাকে- জীবনের পথ বাঁকে বাঁকে-
ঝুল পড়া স্মৃতিগুলোতে- কেন মায়া কেন যে সোহাগ?

অলীক বিদর্শন -৫১

তুমি কি জানো সমুদ্র আর- তীরের মাঝে কি সখ্যতা রয়,
ভূমীর যত নোনাজল, নাকি অলক্ষ্য আঁখিজল বুকে বয়!
তুমি ভাবো আমি নেশাতুর- পেলায়ায় ডুবে জোসনায় চুর-
হতে পারি আমি আলবোলা এক- তবুও মন কত কথা কয়!

অদ্ভূত বৈকল্য আছে যে আমার, মনকে মানেনা এ দেহ-
মন বলে ছুঁয়ে দেখ জল সমুদ্রের, হাতকে ধরে রাখে কেহ!
এইযে পাশে তুমি চুনীর আঙুল- বার বার ছুঁতে করি ভুল-
মন বল ধর ঐ হাত ভালোবেসে,ও আঙুলে তোমার যে গৃহ!

অলীক বিদর্শন -৫২

শরাবীঃ
এবার আমায় বল সাকী, কাকে আমি বলবো বয়স,
নদীর মত প্রতি ক্ষণেই, ভাঙছে- গড়ছে দেহের কোষ!
বয়স নামের পাখিগুলো,উড়ছে সদাই উড়িয়ে ধূলো-
ভাবছি - মরে স্বপ্নগুলো, হারাই- ভাগ্য গুণ ও দোষ!

সাকীঃ
পরাভব জেনে নিশ্চিত, পরাজয়ের তাও যে ভয়,
আয়নায় কত আহাজারি - টের পাই প্রতিক্ষণের ক্ষয়
হে মাটি- আমার মাতা, দুঃখ লাগে দেখে অপারগতা-
জানি, একদিন হেরে যাওয়া, দিনগুলো রবে এ মুঠোয়।

অদেখাঃ
হয়তো আসবে সেদিন একদা, হাসবে শিশুরাও অহরহ,
চাঁদে নাকি এক থাকতো বুড়ি- সুতা কাটা ছিল তার মোহ।
বদলে গেল যে কত রুপকথা, বদলে গেল কত ফুল পাতা
তুমি কি অবাক হবে শরাবী- বয়সও যদি হয় রুপকথা?

অলীক বিদর্শন -৫৩

সাকীঃ

একবার ভাবো সরাইখানার; নিভে যায় যদি সব বাতি,
সোরাহীর যতখানি সুরা- চৌচির হয়ে ভেজালো মাটি।
আমার বীণার সোনালি তার- নি:সাড় সেখানে অন্ধকার
থেমে গেছে যেন ঘুণ পোকারাও- হল্লা- গুঞ্জন- মাতামাতি।

শরাবীঃ

নিঃসাড় দেহ- তুমি ফেলে গেলে- কে আর সেখানে আসে?
সাজালে কবর ফুলে আর ফুলে-কখনো তারা ভালোবাসে?
তারপর জানি ফিরে ফিরে-তোমাকে রবে রুপকথা ঘিরে
আর, কোন এক তরুন বাহু - জড়িয়ে রবে দীঘল কেশে!

অদেখাঃ

যা চাও তুমি চক্ষু মুদে- মন বেঁধে দেয় সেই গল্পটাই-
সে গল্প বলে কত মহারথী - বনে গেল যে অলীক সাঁই!
যে মাটিতেক ঋণী ছিলে তুমি-সব ফিরে গেল তোমার ভূমী
তারপর থাকে অলীকবৃক্ষ- রুপকথা বলা এক বনসাই!

অলীক বিদর্শন-৫৪

শরাবীঃ

আমি জানি হে প্রেয়সী সাকী, তুমিই আমার আলোক বাতি,
বলতো আমায়, এই যে প্রেম- তোমার আমার; রয় কি ঢাকি?
রাত্রিদিন যেন দুইই দিবালোক -লুকাতে পারিনা সুখ ও শোক-
কতটুকু বল নিরাপদ আমি - গোপন বলে যা চেপে রাখি!

সাকীঃ

আয়না মহলে বাস করে তুমি- কেমনে রাখবে লুকিয়ে দেহ-
চারপাশে তুমি যাদের দেখ- আয়না ছাড়া নয়তো কেহ-
তোমার যা কিছু আগে পিছে- লুকিয়ে রাখার চেষ্টা মিছে-
সবই আলোতে চক চক করে- সেটাও - যা তোমার মনের গৃহ।

অদেখাঃ

সবাই তোমার ভেংচি দেখে, দেখে তোমার কান্না হাসি,
সবাই দেখে তোমার ঘৃণা- যখন বল ভালোবাসি-
আয়না মহল চারিদিকে- হয়না অবাক কিছুই দেখে-
নঁকশী করা খাপের ভিতর- দুধারি খঞ্জর- তার চালাকি!

অলীক বিদর্শন -৫৫

শরাবীঃ
তুমিও দেখি আমার মত, লুকাতে লুকাতে অবশেষে,
বাসন্তী এক নির্মেঘ রাতে, দুধ ছায়া পথে হারালে দিশে!
অনন্ত কোটি মুহূর্ত গুনেছি, পাশে বসে হৃদয় খুলেছি-
না ফোটালে কোন গোলাপ, না দিলে আমার দিল পিষে!

সাকীঃ
অন্তর সেতো দীঘল সায়র, ঢেউ তোলে তাতে মৃদু বায়ে
হোক না যতই ছোট সে মেঘ, ধরণী ম্লান - তার ছায়ে;
পাষাণকে জানো পাষাণ বলে-সে ও কাতর দোলাচলে
পাথুরে জীবন নিয়ে বল- হৃদয় দেখাবো কোন উপায়ে?

অদেখাঃ
একেই বলে নিরেট ভাবনা, অমরতা বোধ পিছু পিছু-
কত মিছে চাঁদ, মিছে জোসনায়, স্বপ্ন দেখায় কতকিছু!
তুমি কি দেখ না অপূর্ণতায়, মৃত্যু মিছিল অবিরত যায়-
তবে কেন হায় ধর নি সে হাত- যে চায় তোমার সব কিছু!

অলীক বিদর্শন -৫৬

শরাবীঃ
এবং আমি মাটিতে আকাশে, খুঁজে ফিরি সব রুপকথা,
অলৌকিক যত মানবের কাছে, খুলে বলি মোর দীনতা
তোমাকে শুধু পেয়েছি এখানে, মাতি আমি শরাবে গানে
আর আকাশ মাটিতে যে সুর বাজে তার নাম নীরবতা!

সাকীঃ
এ বীণার তারে যে সুর বাজে, তা বাজে শুধুই ক্ষুধার তরে,
তুমিও খুঁজেছো সকল কিতাবে যে ক্ষুধাগুলো তাড়না করে
তোমার দীনতা জ্ঞানে নয় পাখী, হয়তো রুপসী মাতাল আঁখি
উপকথাও কত বদলে গেছে-মানুষের মনে হাজার বছরে!

অদেখাঃ
এখানে আছে শুধু লেনাদেনা, বেচা নেই কেউ সবাই কেনা,
বড় বল আব ছোট বল সরাই, মাথায় বয় বোঝার দেনা
রুপকথাগুলো যদিও হাজারে এখানে সবাই নগদ বাজারে
আর যত ভয় বাঁকীর বাজারে- ক্ষুধা মনে নিয়ে সুখ কেনা!

অলীক বিদর্শন -৫৭

শরাবীঃ
একদা একটি বনের গোলাপ আক্ষেপে মরে নিশিরাতে,
যতদিন যায়, মক্ষিকা হায়-দূরে চলে যায় রয়না সাথে!
কেন তবে এই কানামাছি খেলা,তবে কি পথে ডুবেছে বেলা
নিশিরাতে ভুলে গেছো নাকি- কত পথ তুমি ছিলে একেলা?

সাকীঃ
পথে দেখেছিলে কোন এক মুখ, হয়তো তোমার কেঁপেছে বুক,
পেয়ালা ভরা শরাব যদিও, সব চুমুকে ফোটেনা তো সুখ।
তেমন তোমার বুকে যে মধু, তা নয়- যা খোঁজে ও পথের বধু
ভরা জ্যোৎস্নায় কি এসে যায়- যে চায় আগুনে হৃদয় জ্বলুক!

অদেখাঃ
ভুলে যাও কেন প্রিয় শরাবী, যে পথিক মরে জল পিপাসায়
কি দাম রয়েছে বল তার কাছে-রাত যদি ভাসে জোসনায়-
চাতকের কাছে এক বিন্দু- মেঘের জলই জীবন সিন্ধু -
সময় নামের মহাপ্লাবনে- আগে আর পিছে সব হারায়!

অলীক বিদর্শন -৫৮

শরাবীঃ
কি দোষ আমি দেব সাকী, কি দোষ তুমি দিবে আমায়,
নিয়তি যে নয় এ যে নিয়ম- দিনে দিনে সবই ফুরায়।
ফুরিয়ে যায় জ্বালাও যে ধুপ, চাঁদনী রাত- ছিল অপরুপ,
পেয়ালা ভরা মদিরার মত- কথাও ফুরিয়ে হয় নিশ্চুপ!

সাকীঃ
আমিও কি ফুরে যাইনি শরাবী? বীণার তারে এই আঙুলে
যে মধু ধ্বনি ওঠে বোলে বোলে, নীরবতায়-তাও যায় মিলে
যে বসন্ত ফুলে ঘ্রাণে প্রাণে- সেও শীতে ঝরে মাটির টানে-
আমি জানিনা, আমি বুঝিনা- কি আছে সেই অনন্ত কালে!

অদেখাঃ
রাত ভর ছোটে কত তারা- হারানোর গল্প কত আকাশেতে
মনেহয় এই কাল বেঁচে থাকে, সেই অনন্তকাল খেতে খেতে
পোকারা খাদ্য চেনে, চেনেনা কিতাব- ভালো-তুমি রাখ ভাব
অনন্ত কাল বলে কিছু নেই সখা- শরাবেই থাকো তুমি মেতে!

অলীক বিদর্শন -৫৯

সাকী, হয়তো জানো সে কথা, মন স্থিত কারো মাঝে,
কি সম্বোধন করবে তাকে, তোমার দুয়ারে- এলো যে সাঁঝে!
নৈবেদ্য সাজাবে কি তার- বাগানের সব ফুল গেছে ঝরে-
নাকি সে রাত ভর জ্যোৎস্নায়- দাঁড়িয়ে রবে শিশিরের মাঝে?

জানা নেই সাঁঝের পথিক, ছলনায় না সত্য হারিয়েছো দিক-
গ্রন্থ, নিসর্গ, নদী- পাঠ করা যায়- পাঠ করা যায় না প্রেমিক!
সহজিয়া চাবি নেই এই অন্তরে- পেয়ালা তোমার নাও ভরে-
রাতভর মনকে বোঝাও, বল ও রঙিলা মন কোনটা সঠিক!